পলিসি ব্রিফ
#১২৫/২০২৩
জুলাই ২০২৩

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টিআইবির অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা অন্যতম। ইতোপূর্বে টিআইবি সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন (লাভজনক) স্বাস্থ্যখাত ও প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিআইবির নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মতো একটি ব্যতিক্রমী ও অলাভজনক হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উদ্‌ঘাটন এবং তার বিশ্লেষণ-নির্ভর সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ''হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়'' শীর্ষক গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণাটি ২৫ জুন ২০২৩ তারিখ প্রকাশিত হয়। গবেষণার পূর্ণ প্রতিবেদন ও অন্যান্য নথি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে, যা টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।[১] উপরোক্ত গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এই পলিসি ব্রিফ তৈরি করা হয়েছে।

গবেষণায় দেখা যায়, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুশাসনের বিবিধ চ্যালেঞ্জ দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। হাসপাতাল পরিচালনায় সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতি ও সোসাইটির সাংবিধানিক আদেশ অনুসারে হাসপাতালটি পরিচালিত হলেও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কমিটির সদস্য কারা হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। বিডিআরসিএস এর চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ট্রেজারার ও ক্ষমতাসীন দলীয় রাজনীতি সংশ্লিষ্টদের কমিটিতে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ ছাড়া, হাসপাতাল পরিচালনা, নিয়োগ, উন্নয়ন কার্যক্রম, অনুদানের অর্থের আয়-ব্যয়সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিডিআরসিএস চেয়ারম্যানের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষকরে, বোর্ড সভায় আলোচনার মাধ্যমে হাসপাতাল পরিচালনা –সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় না।

অন্যদিকে, হাসপাতালটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দুর্বলতা রয়েছে। হাসপাতালে নিয়োগসহ পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি বা নীতিমালার অনুপস্থিতি রয়েছে। উল্লেখ্য, হাসপাতালের জন্য সুনির্দিষ্ট জনবল কাঠামো/অর্গানোগ্রাম নেই। ফলে অপরিকল্পিত নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতিসহ হাসপাতালের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে অপরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ এবং প্রাপ্যের চেয়ে বেশি বেতন স্কেল প্রদানে হাসপাতালের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অদক্ষ কর্মীদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি প্রদান করায় অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। এ ছাড়া, কমিশনের জন্য হাসপাতালের বাইরে অন্য প্রতিষ্ঠানে রোগী প্রেরণ করা হয়। হাসপাতালে বিদ্যমান অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার সাথে রয়েছে বিবিধ সক্ষমতার ঘাটতি। যেমন, হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় ডাক্তার, নার্স এবং পরিচ্ছন্নতাকর্মীসহ দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে। অবকাঠামো, আধুনিক চিকিৎসাসেবা, বিদ্যমান চিকিৎসা সেবা সম্পর্কে প্রচারণা, চিকিৎসার জন্য অভ্যন্তরীণ পরিবেশেরও ঘাটতি বিদ্যমান। ফলে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ও আয় হ্রাস পেয়েছে এবং হাসপাতালের সুনাম নষ্ট হয়েছে। কিন্তু, ঘাটতিসমূহ পূরণ ও আয় বৃদ্ধিতে কার্যকর পরিকল্পনা এবং উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

হাসপাতাল পরিচালনায় প্রযোজ্য আইন মেনে চলায়ও ঘাটতি রয়েছে। বিশেষকরে, হাসপাতালের লাইসেন্স নিয়মিত নবায়ন করা হয় না। ক্রয় আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন ও বিধান অমান্য করলেও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয়নি। হাসপাতালটিতে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক অনুদান এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে নথিভুক্ত করে না। হাসপাতালের জন্য পৃথক আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় না। সর্বোপরি, হাসপাতালটিতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতির (মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছামূলক সেবা, একতা, সর্বজনীনতা) পরিপন্থি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বিনষ্ট করছে।

সুপারিশ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং ফলাফলের আলোকে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কার্যক্রমে সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য নিচের সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করা হলো–

[১] গবেষণা সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট নথিসমূহ (মূল প্রতিবেদন, বাংলা ও ইংরেজি সার-সংক্ষেপ, উপস্থাপনা) টিআইবির ওয়েবসাইটে (https://ti-bangladesh.org/articles/research-and-policy/6720) পাওয়া যাবে।

নীতি-কাঠামো

১. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অর্ডার, ১৯৭৩ বা প্রেসিডেন্ট'স অর্ডার নং ২৬, ১৯৭৩ সংশোধন করে যুগোপযোগী একটি আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিতে সুশাসন উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। বিশেষকরে, চেয়ারম্যানের একক ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে। কার্যক্রম পরিকল্পনা ও পরিচালনা, আয়-ব্যয় ও নীতিসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত বোর্ড সভায় সর্বসম্মত ভিত্তিতে গৃহীত হতে হবে এবং বোর্ডের নিকট জবাবদিহি সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে হবে।

২. হাসপাতালের জন্য একটি কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত মানবসম্পদ নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে; জনবল কাঠামো/আর্গানোগ্রাম তৈরি করতে হবে; এবং যথার্থ স্কিলমিক্স নির্ধারণ সাপেক্ষে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল স্তরের কর্মী নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতি, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে, তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

৩. হাসপাতালটির সুনাম পুনরুদ্ধার এবং হাসপাতালে সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সংস্কার, যন্ত্রপাতি স্থাপন ও মেরামতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৪. প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বচ্ছতা

৫. হাসপাতালে আয়-ব্যয় এবং ক্রয়সহ সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে; রাষ্ট্রীয় ক্রয় আইন ও বিধির সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ একটি ক্রয় নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি এবং সকল ধরনের ক্রয় নিয়ম মেনে সম্পাদন করতে হবে।

৬. হাসপাতালের বিভিন্ন তথ্য স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী প্রকাশ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষকে নিম্নোক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে–

- হাসপাতালের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব নিশ্চিতে সকল ধরনের নথিপত্র সংরক্ষণ ও নিয়মিতভাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে খ্যাতিসম্পন্ন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা করতে হবে;
- প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়সহ প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনতে হবে;
- হাসপাতালের ওয়েবসাইটে প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবাসম্পর্কিত সকল তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;
- হাসপাতাল প্রদত্ত সকল সেবা, সেবা মূল্য, সেবা প্রদানের সময়সূচি ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক একটি পরিপূর্ণ নাগরিক সনদ ও তথ্যবোর্ড প্রণয়ন এবং এটি হাসপাতালের প্রধান ফটকে প্রদর্শন করতে হবে; বিভাগ অনুযায়ী কর্তব্যরত চিকিৎসকের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন ও প্রদর্শন করতে হবে;
- হাসপাতালের সেবা সম্পর্কে জনগণকে জানাতে এবং সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করতে প্রচার বাড়াতে হবে।

জবাবদিহি এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

৭. চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনভিত্তিক বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. সকল প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য দায়ীদেরকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করে কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. হাসপাতাল পরিচালনা ও তদারকিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি স্বাধীন হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

১০. সেবাগ্রহীতা কর্তৃক অভিযোগ দাখিলে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভিযোগ নিরসন করে সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে।

১১. হাসপাতালের সকল ধরনের ক্রয়ে উন্মুক্ত প্রতিযোগীতা নিশ্চিতসহ সংশ্লিষ্ট নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

১২. হাসপাতালের সকল ধরনের নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ সার্বিক কার্যক্রম রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, পক্ষপাতহীন এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হতে হবে।

১৩. কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক আচরন বিধি প্রবর্তন করতে হবে এবং এটি তাদের মধ্যে প্রচারসহ কঠোর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯।
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০ । ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২

info@ti-bangladesh.org www.ti-bangladesh.org TIBangladesh